দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭ .....

অনিয়মে জড়িত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব কলেজ পরিদর্শক!

ভুল তথ্য দেওয়ায় ৩ শিক্ষা বোর্ডের ৭ কর্মকর্তাকে শোকজ

■ নিজামুল হক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের একাডেমিক স্বীকৃতি দেয়ার কাজে ভুল তথ্য দিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঢাকা বোর্ডের সচিব, কলেজ পরিদর্শকসহ সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে তাদের কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সাত দিনের মধ্যে নোটিসের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন— ঢাকা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী, কলেজ পরিদর্শক আশফাকুস সালেহীন, সাবেক উপ-পরিদর্শক (বর্তমানে অন্য শাখায়) অদ্বৈত কুমার রায়, রাজশাহী বোর্ডের বিদ্যালয় উপ-পরিদর্শক মোহা. দুরুল হোদা, মঞ্জুর রহমান খান ও বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশীষ রঞ্জন রায় এবং দিনাজপুর বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য।

ভুল তথ্য দেয়ার সময় কর্মকর্তারা যেই পদে ছিলেন, সেই পদের নাম উল্লেখ করে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তুলেছেন শিক্ষা প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাও।

অভিযোগ রয়েছে, নীতিমালার শর্ত পূরণ না করলেও আর্থিক বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দেয় বোর্ডের একটি চক্র। মিরপুরের একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি বা ভবন না থাকলেও জাল দলিল দেখিয়ে কলেজ স্বীকৃতি নিয়েছে। বোর্ডের এক কর্মকর্তা এই কাজে জড়িত রয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা এ সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য, স্কুল বা কলেজের স্বীকৃতি বা নবায়ন করতে বিভিন্ন অংকের ঘুষ লাগে। ঘুষ না দিলে ফাইলই চলে না। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলা গুরুতর অনিয়ম নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে পুরো শিক্ষা প্রশাসনে। অভিযোগ রয়েছে, বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কমকর্তারা নামসর্বস্ব ও মানহীন প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পাঠদানের অনুমতি দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, বিভিন্ন বোর্ড থেকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন আসে। সেগুলো যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, ১৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এসএসসি ও এইচএসসির পরীক্ষার তথ্যে ভুল রয়েছে। কোথাও হয়তো শিক্ষার্থী ১৪ হওয়ার কথা, সেখানে ৫০ জন বলে দেয়া হয়েছে। এসব ভুল ধরা পড়ায় ওই সব প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি আটকে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন ভুল তথ্য দিলেন, সে জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। ব্যাখ্যা পাওয়ার পর পরবর্তী পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

অনিয়মে জড়িত ঢাকা

২০ পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যেসব প্রতিষ্ঠানের ভুল তথ্য দেয়া হয় : ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের এসএম মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সূর্যমুখী)। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেছিলেন শাহেদুল খবির চৌধুরী। রাজধানীর বাড্ডার সাতারকুল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেন আশফাকুস সালেহীন এবং কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার চরটেকী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মাদারীপুরের রাজৈর গোপালগঞ্জ কে জে এস পাইলট মডেল ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করেন অদ্বৈত কুমার রায়।

রাজশাহী বোর্ডের ১১টি প্রতিষ্ঠান হলো : রাজশাহীর পবার বাগসারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তানোরের ধানোরা চকপ্রভুরাম উচ্চ বিদ্যালয়, পাবনার চাটমোহরের বয়েন উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁর মহাদেবপুরের বিলশিকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নিয়ামতপুরের ছাতড়া উচ্চ বিদ্যালয়, মান্দার এনায়েতপুর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জের কাজীপুরের পাঁচগাছি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার সাহারপুকুর বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোরের বুড়ি বটতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এল বি সি আইডিয়াল গার্লস হাইস্কুল ও জামবাড়িয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

দিনাজপুরের চারটি বিদ্যালয় হলো: গাইবান্ধার সাঘাটার বাদিনার পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ফুলছড়ির চন্দনস্বর উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁওয়ের ঢোলারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং নীলফামারীর ডিমলার উত্তর নাউতারা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা এসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী জানান, আমি এ বিষয়ে এখনো চিঠি পাইনি। কোথায় কী ভুল হয়েছে তা না দেখে বলতে পারবো না।